রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৫ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৮ এপ্রিল, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৫ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৩৩/২০২৬

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ এর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৯৬ সনের ৬নং আইনে নূতন ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২৮ক। বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।— এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো

মূল্য : টাকা ৮.০০

আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জনস্বার্থে যে কোনো কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৩। **১৯৯৬ সনের ৬নং আইনে নূতন ধারা ৩০ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা —

"৩০ক। বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জনস্বার্থে যে কোনো কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৪। **১৯৯৬ সনের ৬নং আইনে নূতন ধারা ৪২ক এর সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা —

"৪২ক। বিশেষ পরিস্থিতিতে বোর্ড বাতিল করিবার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোনো কর্তৃপক্ষের বোর্ড বাতিল করিতে পারিবে।

২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে যে কোনো কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।"।

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

মহানগরবাসীর নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি ওয়াসাসমূহ মহানগরবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৫ টি ওয়াসা বিদ্যমান। ওয়াসাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬"(১৯৯৬ সালের ৬ নম্বর আইন) গত ১৭ আগস্ট, ১৯৯৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২। ওয়াসাসমূহের কার্যক্রম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এবং এ আইনের আওতায় প্রণীত বিভিন্ন বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে উদ্ভূত পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ওয়াসায় কর্মরত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোর্ডের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ধারাবাহিকভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত/আত্মগোপন/পলাতক থাকায় ওয়াসাসমূহের সেবামূলক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং জনসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এমতাবস্থায়, উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে ওয়াসাসমূহের জনসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে জনস্বার্থে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। প্রস্তাবিত সংশোধনীর মাধ্যমে বিদ্যমান আইনে ০৩ (তিনটি) নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোনো কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে। **(নতুন ধারা ২৮ ক)**

(খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোনো কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে। **(নতুন ধারা ৩০ ক)**

(গ) বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোনো কর্তৃপক্ষের বোর্ড বাতিল করিতে পারিবে। **(নতুন ধারা ৪২ক)**

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এইরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে যে কোনো কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।"।

৪। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ সংশোধনকল্পে "পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন ২০২৬" শীর্ষক বিলটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd